জাহান্নাম সিরিজ-১০

النار আন্ নার পর্ব-৪

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়ঃ জাহান্নাম সিরিজ ১০-النار আন্ নার পর্ব-৪। আন্নার অর্থ হচ্ছে আগুন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মু'মিনুন/ গাফির

১) এভাবেই কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য হয়েছিল তোমার প্রভুর এই ফায়সালা যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।

সুরা ৪০ আল মু;মিনুন, আয়াতঃ ৬

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٦

এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়ে গেল তোমার প্রতিপালকের বাণী -এরা অবশ্যই জাহান্নামী।

২) অথচ তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছো জাহান্নামের আগুনের দিকে।

সুরা ৪০ আল মু'মিনুন, আয়াতঃ ৪১

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝٤١

হে আমার সম্প্রদায়! এ কেমন কথা! আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে , আর তোমরা আমাকে আহ্বান করছো জাহান্নামের দিকে।

৩) আর অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীরা হবে জাহান্নামের আগুনের অধিবাসী।

সুরা ৪০ আল মু'মিনুন, আয়াতঃ ৪৩

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِیْۤ اِلَیْهِ لَیْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَا فِی

الْاٰخِرَةِ وَ اَنَّ مَرَدَّنَاۤ اِلَی اللّٰهِ وَ اَنَّ الْمُسْرِفِیْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿۴۳﴾

নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে ডাকছো এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর নিকট এবং সীমালঙ্ঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৪) জাহান্নামের আগুনের মধ্যে যখন তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে.....তখন দাম্ভিকরা বলবে আমরা প্রত্যেকেই তো জাহান্নামের আগুনে আছি।

সুরা ৪০ আল মু'মিনুন, আয়াতঃ ৪৬,৪৭,৪৮,৪৯

اَلنَّارُ یُعْرَضُوْنَ عَلَیْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِیًّا ۚ وَ یَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫

اَدْخِلُوْۤا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۴۶﴾

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন (বলা হবেঃ) ফিরাআ'উন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।

وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَٰٓؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا

كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা অহংকারীদেরকে বলবেঃ আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখনকি তোমরা আমাদের হতে জাহান্নামের আগুনের কোন অংশ নিবারণ করতে পারবে?

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ ۙ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ

الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

দাম্ভিকেরা বলবেঃ আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি; নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের ফায়সালা করে ফেলেছেন।

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا

يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

জাহান্নামের অধিবাসীরা তার প্রহরীদেরকে বলবেঃ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের হতে একদিন আযাব হ্রাস করেন।

৫) তাদের নিয়ে যাওয়া হবে টেনে হিঁচড়ে গরম পানির দিকে। তারপর তাদের দগ্ধ করা হবে আগুনে।

সুরা ৪০ আল মু'মিনুন, আয়াতঃ ৭১,৭২

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

ফুটন্ত পানিতে ,অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরাঃ হা-মীম-আস্ সাজদা

৬)সেদিন আল্লাহর দুশমনদের জাহান্নামের আগুনের দিকে একত্রিত করা হবে।
সুরাঃ ৪১ হা-মীম-আস্ সাজদা , আয়াতঃ ১৯

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে সেদিন তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন দলে ,

৭) এখন তারা ধৈর্য্য ধারণ করলেও তাদের আবাস হবে জাহান্নামের আগুন।

সুরাঃ ৪১ হা-মীম-আস্ সাজদা, আয়াতঃ ২৪

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও তারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে না।

৮) জাহান্নামের আগুনই আল্লাহর দুশমনদের প্রতিফল।

সুরাঃ ৪১ হা-মীম-আস্ সাজদা , আয়াতঃ২৮

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعۡدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمۡ فِيۡهَا دَارُ الۡخُلۡدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا
كَانُوۡا بِاٰيٰتِنَا يَجۡحَدُوۡنَ ﴿۲۸﴾

জাহান্নাম, এটাই আল্লাহর শত্রুদের পরিণাম; সেখানে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।

৯) কিয়ামতের দিন যাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সে ভালো, না কি সে নিরাপদে থাকবে, সে ভালো?

সুরাঃ ৪১ হা-মীম-আস্ সাজদা , আয়াতঃ ৪০

اِنَّ الَّذِيۡنَ يُلۡحِدُوۡنَ فِىۡۤ اٰيٰتِنَا لَا يَخۡفَوۡنَ عَلَيۡنَا ؕ اَفَمَنۡ يُّلۡقٰى فِى
النَّارِ خَيۡرٌ اَمۡ مَّنۡ يَّاۡتِىۡۤ اٰمِنًا يَّوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ اِعۡمَلُوۡا مَا
شِئۡتُمۡ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ﴿۴۰﴾

যারা আমার আয়াত সমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে , না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে! তোমাদের যা ইচ্ছা কর; তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল জাসিয়া

১০) তোমাদের আবাস হবে জাহান্নামের আগুন।

সুরা ৪৫ আল জাসিয়া, আয়াতঃ ৩৪

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ

النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

আর বলা হবেঃ আজ আমি তোমাদেরকে ভূলে যাব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে ভূলে গিয়েছিলে । তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আহকাফ

১১)যেদিন কাফেরদের উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের আগুনের কিনারে।

সুরা ৪৬ আল আহকাফ,আয়াতঃ ২০

وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ

حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا

كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে। (সেদিন তাদেরকে বলা হবেঃ) তোমরা তো পার্থিব জীবনে পূর্ণ সুখ-শান্তি ভোগ করে নিয়েছো; সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে পাপাচারী।

১২) যেদিন কাফেরদের উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের আগুনের কিনারে, তখন তাদের বলা হবে, এ (জাহান্নাম) কি সত্য নয়? তারা বলবে , হ্যাঁ আমাদের প্রভুর শপথ, এটা সত্য।

সুরা ৪৬ আল আহকাফ, আয়াতঃ ৩৪

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا

بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۴﴾

যেদিন কাফেরদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট,(সেদিন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ) এটা কি সত্য নয়? তারা বলবেঃ হ্যাঁ আমাদের প্রতিপালকের শপথ! (এটা সত্য)। তিনি (আল্লাহ) বলবেনঃ অতএব তোমরা যে কুফুরী করতে তার পরিবর্তে শাস্তি আস্বাদন কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মুহাম্মদ

১৩) আর যারা কুফুরী করেছে, তারা মত্ত আছে ভোগ-বিলাসে এবং খায় জানোয়ারের মতো। জাহান্নামের আগুনই হবে তাদের আবাস।

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ১২

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَ يَاْكُلُوْنَ كَمَا

تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿۱۲﴾

নিশ্চয়ই যারা ইমান আনয়ন করবে এবং সৎ আ'মল করবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফুরী করে

তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জীব-জন্তুর মত আহার করে তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।

১৪)এরা কি ওদের সমতুল্য , যারা চিরকাল জ্বলতে থাকবে জাহান্নামের আগুনে।

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ১৫

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ
اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ
لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ
وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا
فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾

মুত্তাকীদের যে জান্নাতের অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো সেখানে থাকবে নির্মল পানির নহর সমূহ, আছে দূধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় এবং পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং পরিশোধিত মধুর নহর সমূহ এবং সেখানে তাদের জন্যে থাকবে বিবিধ ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা।

(মুত্তাকারীরা কি তাদের ন্যায়) যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভূড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল যারিয়াত

১৫) সেদিন আসবে প্রতিদান দিবস, যেদিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে জাহান্নামের আগুনে।

সুরা ৫১ আল যারিয়াত, আয়াতঃ ১৩

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾

(বলঃ) সেদিন যখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তুর

১৬)সেদিন তাদের ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে ।

সুরা ৫২ আত্ তুর, আয়াতঃ ১৩,১৪

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾

সেদিন তাদেরকে চরমভাবে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে,

هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

এ তো সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কামার

১৭) সেদিন তাদের উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনে।

সুরা ৫৪ আল কামার,আয়াতঃ ৪৮

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; (বলা হবেঃ) জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাদীদ

১৮) জাহান্নামের আগুনই হবে তোমাদের আবাস।

সুরা ৫৭ আল হাদীদ, আয়াতঃ১৫

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ
النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ নেয়া হবে না এবং কাফিরদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের চিরসঙ্গী, কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা ভয় করি জাহান্নামের আগুনকে। এই আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমরা আমাদের ঈমান দৃঢ় করি এবং আ'মলে সালেহ করি । আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে দয়াময় মেহেরবান প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ায় সঠিক পথে চলার তৌফিক দান কর এবং আমাদেরকে রক্ষা করো জাহান্নামের আগুন থেকে।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....